দৈনিক ইনকিলাব

039

তারিখ ... 9 .EC 1986
পৃষ্ঠা ...

# উপজেলা পরিক্রমা

## অভয়নগর

নয়াপাড়া (যশোর), ৮ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— ৯৫ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট ২ লাখ অধিবাসীর আবাসস্থল অভয়নগর উপজেলা। উপজেলাটি যশোর সদর থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এ উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ৮টি। গ্রামের সংখ্যা ১১৯টি। মোট জনসংখ্যা ১,৭৫,৭৩৪ জন। তার মধ্যে ৯২,৬০৮ জন পুরুষ এবং ৮৩,১২৬ জন মহিলা।

### শিক্ষা ব্যবস্থা

অভয়নগর উপজেলায় ১টি মহাবিদ্যালয়, ২১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৬১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৭টি মাদ্রাসা, ৮৭টি মসজিদ ও ২৫টি মন্দির। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা বহুবিধ।

তদারকির অভাবঃ উপজেলার একমাত্র মহাবিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় বিএসসি ক্লাস খোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া অর্থাভাবে কলেজটির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

উপজেলার একমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই কলেজটি আজও সরকারীকরণ করা হয়নি।

### চিকিৎসা

০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতাল, এখানে ৬টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১টি পশু হাসপাতাল রয়েছে। এগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে অধিকাংশ গরীব রোগীদের বাইরে হতে ওষুধপত্র ক্রয় করতে হয়। উপজেলা সদর হাসপাতালে এম্বুলেন্স নেই। এক্সরে মেশিন নেই। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

### যাতায়াত ব্যবস্থা

উন্নয়নের পূর্বশর্ত যাতায়াত ব্যবস্থা। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণের অগ্রগতি মন্থর। এখানে ৮ মাইল দীর্ঘ সড়ক ও জনপথ বিভাগের যশোর-খুলনা মহাসড়ক পাকারাস্তা এবং বাকি সব কাঁচা রাস্তার মধ্যে ৩৯৮ মাইল উপজেলা পরিষদের। আধা পাকা রাস্তা ১৬ মাইল। এখানে ৮ মাইল দীর্ঘ খুলনা-যশোর রেল পথে রেল লাইন আছে। এখানে রেল স্টেশনের সংখ্যা ৩টি। অধিকাংশ স্টেশনে পানি নেই, যাত্রীদের বিশ্রামাগার নেই আর যা আছে তা-ও থাকে অপরিষ্কার, প্রয়োজনীয় আলো নেই। এই উপজেলায় নদ-নদীর সংখ্যা ২টি। অভয়নগর উপজেলার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। কিন্তু গ্রামের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা বড়ই করুণ। বর্ষাকালে গ্রামের লোকজনের উপজেলা শহরে আসতে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

### হাট-বাজার

এ উপজেলায় ১০টি হাট-বাজার রয়েছে। যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে প্রতিটি বাজারেই দুরবস্থা বিরাজমান। সামান্য বৃষ্টি হলেই বাজারগুলোতে পানি জমে কর্দমাক্ত হয়ে উঠে। ফলে চলাফেরা কষ্টসাধ্য হয়। এ ছাড়া বাজারগুলোতে স্থানাভাব সমস্যাও প্রকট। স্থানাভাবে কয়েকটি হাট-বাজার খুলনা-যশোর মহাসড়কের উপর বসায় যানবাহন চলাচলে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

### কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৮০— ভাগ লোকই কৃষিজীবী। প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে আউশ, ইরি, বোরো, সরিষা, তরমুজ, নারিকেল, সুপারি, মিষ্টি আলু ও শাকসব্জি।

এ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৬০ হাজার ৮শ' একর। তন্মধ্যে আবাদী জমি ৪৬ হাজার ৪শ' ৫৫ একর। অনাবাদী জমি ১৪ হাজার ৩শ' ৪৫ একর। এখানে ৩টি গভীর নলকূপ, ৭টি পাওয়ার পাম্প ও প্রায় ১শ'টির মত অগভীর নলকূপ রয়েছে। কিন্তু এসব প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

### বিদ্যুৎ

অভয়নগর উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ থাকলেও অনেক ইউনিয়নের কোন কোন গ্রামে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে এলাকার কৃষকরা চাষাবাদের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করতে পারছে না। কোন কোন এলাকায় ইরি স্কীমের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে ইরি স্কীমের প্রকল্প ঠিকতম বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনো নিয়মিত ব্যাপার।

### সমবায়

এ উপজেলায় কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০৮টি, সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪২টি, ভূমিহীন সমবায় সমিতির সংখ্যা ১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১টি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৭টি। অধিকাংশ সমিতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

### শিল্প

অভয়নগর উপজেলায় ৪টি পাটকল, ৭টি বস্ত্র কল, ১টি চামড়া কল, ১টি কম্বল কল ও ২টি ছাপাখানা রয়েছে।

এ ছাড়াও এ উপজেলায় ছোট-বড় বেশ কিছু কাতা শিল্প রয়েছে।